দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৮।১১।৮১
পৃষ্ঠা ...

143

শাহ আজিজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য শাহ আজিজুর রহমান ১৯২৫ সালের ২৩শে নবেম্বরে কুষ্টিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট শাহ আজিজুর রহমান বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সর্বোচ্চ ভোটে নির্বাচিত একজন সদস্য।

১৯৬৫ হতে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনি সাবেক পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে বিরোধীদলের ডেপুটি লীডার ছিলেন এবং ওই একই সময়ে তিনি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা ছিলেন।

এর আগে ১৯৬৪ সালে তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সংযুক্ত বিরোধী দলের চেয়ারম্যান ছিলেন। দেশ ভাগের আগে ১৯৪৫ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

শাহ আজিজ

(১ম পৃঃ পর)

ফেডারেশনের ও নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বারহারজীবী সমিতির সম্পাদক এবং পাকিস্তান বার কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন।

বিশ্ব আন্তঃপার্লামেন্টারী ইউনিয়নের সদস্যরূপে শাহ আজিজুর রহমান যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর সোভিয়েট ইউনিয়ন, ইরান, জর্দান, ফ্রান্স ও নিউজিল্যান্ড সফর করেন।

তিনি রুমানিয়া, তুরস্ক ও আবুধাবীও সফর করেন। সম্প্রতি মেলবোর্নে কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে এবং মেক্সিকোর কানকুনে ক্ষুদে শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন।

১৯৭৮ সালের ২৯শে জুন তিনি শ্রম ও শিল্পকল্যাণ মন্ত্রীর পদে যোগ দেন।

শাহ আজিজ কুষ্টিয়া-৩ দৌলতপুর নির্বাচনী এলাকা হতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে তিনি হজ প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে হজ ব্রত পালন করেন। পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। একজন পেশাগত আইনজীবী এবং অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান হিসাবে শাহ আজিজুর রহমান দেশ ভাগ হওয়ার আগে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে।

বৃটিশ ভারতে মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের একজন অগ্রনায়ক হিসেবে শাহ আজিজুর রহমান নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ১৯৪৪ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

শাহ আজিজুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক মামলায় বিবাদী পক্ষ সমর্থন করেন।

বাংলা ইংরেজী ছাড়া তিনি উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষা লিখতে পড়তে ও বলতে পারেন।

শাহ আজিজুর রহমান বিবাহিত এবং দুই পুত্র ও এক কন্যার জনক।